দৈনিক ইনকিলাব

117

তারিখ ... ... MAR. 07 2000
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৬ ......

এসএসসি পরীক্ষায় দ্বিগুণ উৎসাহে নকল হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নকলবাজদের দখল থেকে দেশের এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে মুক্ত করার কোন কার্যকর উদ্যোগ না নেয়ায় সারাদেশের এসএসসি পরীক্ষায় বর্তমানে দ্বিগুণ উৎসাহে নকল চলছে। কর্তৃপক্ষ এখন আর নকলবাজদের বিরুদ্ধে তেমন কোন কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণেও আর উৎসাহ দেখাচ্ছে না। যে কারণে সর্বত্র প্রকাশ্যে ব্যাপক নকল চললেও বহিষ্কারের মাত্রা কমে এসেছে। তবে নকলে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। গতকাল বাংলা ২য় পত্রের পরীক্ষায় ৫টি বোর্ডে প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে নকলের দায়ে এবং ৫ জন শিক্ষককে নকলে সহায়তা করার অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে রাজশাহী বোর্ডে ১ হাজার ২০ জন, ঢাকা বোর্ডে ৪ শতাধিক, যশোরে ৩৩০, কুমিল্লায় ৩১৭ ও চট্টগ্রামে ২০০ জন বহিষ্কৃত হয়েছে। দাখিলে বহিষ্কৃত হয়েছে ৪ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও ৫ জন শিক্ষক।

কুমিল্লা জেলা সংবাদদাতা জানান, বাংলা ২য় পত্রের পরীক্ষায় গতকাল এই বোর্ডে ৩১৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে কুমিল্লায় ১০৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২৯, সুনামগঞ্জে ৪, হবিগঞ্জে ৯ ও ফেনীতে ২৭ জন রয়েছে। জুরানপুর হাই স্কুল কেন্দ্রের বাইরে সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে ভেতরে দেদারছে নকল চলছে বলে জানা গেছে। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার্থীকেই অবাধ পরিবেশে বই দেখে উত্তর লিখতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, প্রতিবছর

৭-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

এসএসসি পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ কেন্দ্র থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে থাকে। ...

লাকসাম বাগমারা হাই স্কুল কেন্দ্রের গেটে দন্ডায়মান থেকে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আঃ মালেক গতকাল বোর্ডের পর্যবেক্ষক সদস্যদের কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। চৌদ্দগ্রামের গুণবতী হাই স্কুল কেন্দ্রে ২ ঘন্টা পরীক্ষা চলার পর নকল সরবরাহকারীরা এক পর্যায়ে পুলিশকে সরিয়ে জোরপূর্বক হলে ঢুকে নিজেরাই উত্তরপত্র লিখে আসে। এ সময় চরম অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শিক্ষকরা হল ছেড়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ তপন কান্তি চৌধুরী কুমিল্লার ৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য এসপি ও ডিসিকে চিঠি দিয়েছেন। চেয়ারম্যান গত ৩ মার্চ জেলা প্রশাসককে বিভিন্ন নকলপ্রবণ কেন্দ্রে বিডিআর মোতায়েনের জন্য চিঠি দিলেও অদ্যাবধি কোন পদক্ষেপই নেয়া হয়নি। মফস্বলের প্রতিটি কেন্দ্রেই ব্যাপক নকল চলছে। তবে এসব নকলপ্রবণ কেন্দ্র বাতিল করলে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পরে কোথায় কিভাবে নেয়া হবে তার কোন ব্যবস্থা না থাকায় কর্তৃপক্ষ এসব কেন্দ্র বহাল রাখতে বাধ্য হচ্ছেন।